জনাব মোঃ আবদুল হালিম, সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়
এর
শাহজালাল সার কারখানা লিমিটেড (এসএফসিএল), সিলেট পরিদর্শন প্রতিবেদন

১৫ জানুয়ারি ২০২০ বাংলাদেশ বিমানে সিলেট বিমান বন্দরে রাত ৮.০০ টায় পৌঁছান এবং ৮.৪৫ টায় জনাব মোঃ আবদুল হালিম, সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় এসএফসিএল-এ উপস্থিত হলে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাঁকে স্বাগত জানান। অতঃপর সচিব মহোদয় এসএফসিএল এবং এসএফপি-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে আইএপি সংক্রান্ত এক সভায় মিলিত হন।

১৬ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখ সকাল ৯.৩০ টায় সচিব মহোদয় স্থানীয় প্রশাসন, এসএফসিএল এবং এসএফপি-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। মতবিনিময় সভায় আলোচনা শেষে শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি এবং শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্প পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে জনাব নেপাল চন্দ্র কর্মকার, উপসচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং জনাব দীপঙ্কর রায়, সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব) সচিব মহোদয়ের সফর সঙ্গী হিসেবে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

০২। ইন্ডিভিজুয়াল এ্যাকশন প্ল্যান (আইএপি) সংক্রান্ত সভার আলোচনাঃ

সভা শুরুর প্রথমেই এসএফসিএল-এর উপস্থিত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ নিজ নিজ পরিচয় সভায় উপস্থাপন করেন। অতঃপর সচিব মহোদয়ের অনুমতিক্রমে পরিচালক জনাব মোঃ লুৎফর রহমান এসএফসিএল-এর ওপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁর উপস্থাপনায় কোম্পানির বিভিন্ন সাফল্য ও সমস্যার চিত্র তুলে ধরেন। সার সংরক্ষণ, নর্থ বেঙ্গলে সার প্রেরণ, জনবলের স্বল্পতা প্রভৃতি সমস্যা সত্ত্বেও বছরে ১৫০০ মেট্রিক টন সার উৎপাদন এবং ৮৭৩১০ মেট্রিক টন সার মজুদ রয়েছে বলে তিনি উপস্থাপনায় উল্লেখ করেন। কারখানা ওভারহোলিং হওয়ার বিষয়টি তিনি সচিব মহোদয়কে অবগত করেন।

সচিব মহোদয় সার উৎপাদন ও মজুদ বিষয়টি নিয়ে সকলের সাথে আলোচনা করেন। যেহেতু কারখানার সমস্যার সমাধান হয়েছে তাই নির্বিঘ্ন উৎপাদন করতে হবে। কারখানায় অনেক ভালো ভালো প্রকৌশলী রয়েছে মর্মে তিনি কর্মকর্তাদের স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন, কারখানার যেকোন সমস্যা এবং তার সমাধানের বিষয়টি সকলের মাঝে শেয়ার করতে হবে, নিজেদের সমস্যা নিজেদের সমাধান করতে হবে। ওমাসের সাথে চুক্তি বাতিল করায় একদিকে যেমন ১৬০ কোটি সাশ্রয় হয়েছে তেমনিভাবে সেই কাজটি নিজেরাই সমাধান করার ফলে নিজেদের আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে তিনি কারখানার সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও প্রশংসা করেন।

কারখানার যন্ত্রপাতি কেনার বাজেট যথাযথ পরিমাণে করা, স্পেয়ার পার্টস ক্রয়, দ্রুত ইনভেন্টরী প্রস্তুত করা, উৎপাদন বৃদ্ধি করা, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষ হওয়ার উপর গুরুত্ব প্রদান করে সচিব মহোদয় আশা করেন দক্ষ কর্মকর্তাগণ কারখানার সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে সক্ষম হতে হবে।

অতঃপর কারখানার জেনারেল ম্যানেজার (ব্যবস্থাপনা) আইএপি উপস্থাপন করেন। ইউজেস রেশিও এবং ওভারহেড কস্ট হ্রাস পাওয়া, পরিবহন খরচ, বেতন ও উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়ে তিনি সচিব মহোদয়কে অবহিত করেন। সচিব মহোদয় কারখানার জন্য ক্যাপিটাল মেশিনারীর খরচ কমিয়ে আনা এবং নেহায়েত প্রয়োজন না হলে না কেনার পরামর্শ প্রদান করেন। সাকসেসন প্ল্যান করা, সিনিয়র জুনিয়রকে শেখানো, জুনিয়রদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলা, জনবল নিয়োগ দেওয়া এবং বদলির তদবির না করার জন্য পরামর্শ দেন।

কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ মফিজুর রহমান বলেন, কারখানার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ দক্ষ হলেও বেতন কম বিধায় বেশি বেতন পেলে তারা অন্যত্র চলে যায়। সচিব মহোদয় বলেন, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ দক্ষ হয়ে চলে গেলেও সার্বিক অর্থে এতে কোন ক্ষতি নেই। কারণ তারা অন্যত্র গিয়ে তাদের দক্ষতাকে কাজে লাগাতে পারেন এবং তাতে দেশই লাভবান হয়। তিনি শ্রমিক নেতাসহ ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সকলকে শ্রম আইন, রিক্রুটমেন্ট আইন ইত্যাদি জানতে ও শেখার পরামর্শ প্রদান করেন। আইএপি'র মাধ্যমে একজন কর্মীর কৃতব্য কাজসমূহকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। কর্মীদেরকে 'ডিটেইলড অন দ্যা জব ট্রেইনিং' দিতে হবে, প্রতিনিয়ত বোর্ড সভার আয়োজন করতে হবে এবং সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হবে। অডিট আপত্তি বন্ধ করতে বা কমাতে হবে, অর্থাৎ কেনাকাটাসহ প্রশাসনিক বিষয়ক সবকিছুই নিয়ম-কানুন অনুযায়ী করতে হবে। সরকারি আইন-কানুন ভালোমত জানতে হবে,

কেনাকাটার সাথে যারা জড়িত নয় তাদের দিয়ে ইন্টারনাল মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে এবং কেনাকাটার একটা নির্দিষ্ট পারসেন্টেজ ভাউচার নিরীক্ষা করাতে হবে।

জনাব সুনীল চন্দ্র দাস, জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন) কারখানার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদন করার বিষয়ে সচিব মহোদয়ের সাথে একমত পোষণ করেন এবং কারখানার ইউসেজ রেশিও ক্রমহ্রাসের প্রবণতা উল্লেখ করেন। তিনি কারখানার ব্যয় কমানো এবং উৎপাদনের ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার বিষয়ে দৃঢ়তা পোষণ করেন। সচিব মহোদয় প্রত্যেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে তাঁর নীচের কর্মকর্তার সাথে কারখানা সংক্রান্ত সকল বিষয় আলাপ-আলোচনা করা এবং ব্রেইন স্টর্মিং করে প্রতিটি সমস্যা ও ঘটনার আসল বিষয় বের করে আনার প্রচেষ্টা করতে হবে বলেন। ফিউচার অরিয়েন্টেড কাজ আইপিতে রাখতে হবে। সরকারের কাছ থেকে পরিবহন খরচ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা থাকতে হবে। অধিকাল ভাতা (এক্সট্রা আওয়ার এলাউন্স) লেবার ল' অনুযায়ী প্রদান করতে হবে। সকল প্রকার খরচ কমিয়ে আনতে হবে। সকলের আইএপি রিএ্যারেঞ্জ করতে হবে।

এমটিএস জনাব জাহিদুল ইসলাম কারখানার গ্যাস চেম্বারের পিরিওডিক রক্ষণাবেক্ষণ করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। এ ব্যাপারে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে যেখানে অনেক তরুণ প্রকৌশলী জড়িত রয়েছেন। জনাব সাঈদ, জেনারেল ম্যানেজার (কমার্স) জানান, ৫.০ লক্ষ মেট্রিক টন সারের মধ্যে ১.৯ লক্ষ মেট্রিক টন সার স্থানান্তর করা হয়েছে। তবে কুয়াশা কেটে গেলে বিক্রির পরিমাণ আরো বাড়বে। কারখানার সার পরিবহনের সমস্যা রয়েছে।

সচিব মহোদয় পরিবহন সমস্যা সমাধানের জন্য রেলওয়ের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক গড়ে তোলার পরামর্শ প্রদান করেন এবং এটিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে আইএপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে বলেন। রেলওয়ের মাধ্যমে সার পরিবহনের লক্ষ্যমাত্রাকে আইএপি'র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। রেলওয়ের মাধ্যমে সার পরিবহন করে খরচ কমিয়ে আনতে হবে। শ্রম আইন, অগ্নি নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য নিরাপত্তার মত অন্যান্য বিষয়গুলোও আইএপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এসডিজিকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে পরিবেশ বান্ধব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। থ্রিআর (রিডিউস, রিইউজ এ্যান্ড রিসাইকল) পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। উৎপাদন উপকরণের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। পুরনো মেশিন ও যন্ত্রপাতিকে সরিয়ে ফেলতে হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন ব্যবস্থাকে সুন্দর করতে হবে। আবাসন প্রকল্পকে দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প পরিচালক উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ যার যার নির্দিষ্ট আবাসিক স্থানে সে সে অবস্থান করবেন। সবাইকে শুদ্ধাচার অনুযায়ী কাজ করতে হবে এবং বিসিআইসি'র পূর্বের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের উদ্যোগ ও নির্দেশনায় সকলকে সফল হবার জন্য একত্রে কাজ করতে হবে।

০৩। মতবিনিময় সভার আলোচনাঃ

মতবিনিময় সভায় কারখানার সিবিএ নেতা সচিব মহোদয়ের এসএফসিএল পরিদর্শনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, কারখানায় কোন প্রকার শ্রমিক অসন্তোষ না থাকলেও আপদকালীন সার সংরক্ষণের কোন ধরনের গোডাউন নেই। কারখানার উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শিক্ষার গুণগত মান আশানুরূপ না হওয়ার পিছনে ইংরেজি, বাংলা ও গণিতে শিক্ষক না থাকা, বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় ল্যাব ও কম্পিউটার ল্যাব না থাকা এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয় পড়ানোর মত শিক্ষক না থাকার বিষয়টি সচিব মহোদয়কে অবহিত করেন। বিদ্যালয়ে কমার্সের শিক্ষকের অভাব রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সচিব মহোদয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকের অভাব দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে বলেন। তবে ল্যাব ও কম্পিউটারজণিত সমস্যা নিজেদেরকেই সমাধান করার পরামর্শ প্রদান করেন। ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক শিক্ষকদের পাঠ্যক্রম ভাগ করে দেওয়া, ম্যানেজিং কমিটির কাছে বিষয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণ তাদের ডেমোনেস্ট্রেশন প্রদান করবেন এবং প্রয়োজনে শিক্ষকদের পরীক্ষা নিতে হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর। শিক্ষকদের গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। শিক্ষকদের আইএপি'র অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং তাদেরকে শিক্ষার্থীর ফলাফল উন্নয়নে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিতে হবে। পরীক্ষার্থীদের জন্য সৃজনশীল প্রশ্ন শিক্ষকগণ নিজেরাই করবেন এবং কোন শিক্ষক নিজ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রাইভেট কোচিং করাতে পারবেন না। প্রয়োজন হলে পরীক্ষার খাতা অন্য শিক্ষক দিয়ে মূল্যায়ন করাতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এক্সট্রা কারিকুলার এক্টিভিটিজের আওতায় স্কাউট, গার্লস গাইড, ডিবেট ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। নিজের কাজ নিজে করার শিক্ষা ও পারিবারিক শিক্ষা দিতে হবে। পাঠ্যক্রমের বাইরে অন্যান্য বই পড়ায় উৎসাহ প্রদান করতে হবে, সামাজিক করে গড়ে তুলতে হবে। কোন তুচ্ছ কারণে বিদ্যালয় ছুটি দেওয়া যাবে না। শিক্ষার্থীদেরকে কথা বলার সময় আঞ্চলিক ভাষা পরিহারের শিক্ষা প্রদান করতে হবে। প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর মান অনুযায়ী বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

কারখানার কর্মকর্তা কল্যাণ সংগঠনের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব আলতাফুল ইসলাম জানান যে, কর্মকর্তাগণ কারখানার উন্নতির স্বার্থে কাজ করছেন। তবে কারখানায় টেকনিক্যাল জনবলের অভাব রয়েছে। ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক) বলেন, ভাল ও বিশেষ কাজ করার জন্য পুরস্কার দেওয়ার প্রথা চালু করা হলে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উৎসাহিত হবে। হিসাবরক্ষক জনাব এ. বারী সচিব মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, কারখানায় প্রফেশনাল জনবলের অভাব এবং বিদ্যমান জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দরকার।

সচিব মহোদয় বলেন, ভালো ও বিশেষ কাজ করার জন্য সরকারের পুরস্কার দেওয়ার রীতি প্রচলিত রয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভালো ও দৃষ্টান্তমূলক কাজ করার জন্য জনপ্রশাসন পদক দেওয়ার রীতির প্রচলন রয়েছে। প্রতিষ্ঠান প্রধানকে ভিশনারী হতে হবে। কোন পদে পদোন্নতি প্রদান করার জন্য যোগ্যতা নির্ধারণ করে দিতে হবে পার্সোনেল অফিসারকে। বাহির থেকে বিশেষজ্ঞ লোক এনে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। টিআইসি, ফিমা, বিআইএম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে আর্থিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা যায়। প্রযুক্তির পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন করতে হবে। অন্যথায় আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যাবে না। এ প্রসঙ্গে তিনি ওসমানিয়া গ্লাস শীট ফ্যাক্টরির পরিণতির কথা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন। বাস্তব জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রডাক্ট ডাইভারসিফিকেশন করতে হবে। বুয়েটের মত এক্সপার্ট টিম গঠন করতে হবে। ওমাসকে সরিয়ে দিয়ে যেমন সফলতা দেখিয়েছেন, এরকম সফলতার কাজ নিজেদেরকেই সংশ্লিষ্ট সবার মাঝে জানান দিতে হবে। কাজের প্রতি লেগে থাকতে হবে। তিনি এসএফসিএল-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে মেধাবী উল্লেখ করে বলেন যে, তাঁরা চাইলেই যে কোন পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। শুধুমাত্র দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা দরকার। নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। নিজেদের সাফল্য উদযাপন করে সবাইকে জানিয়ে দিতে নিজেদের অর্জিত সামর্থ্য। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে কাজ করতে হবে। আইএপিতে লক্ষ্যমাত্রা অন্তর্ভুক্ত করে তা অর্জনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে। প্রতিষ্ঠানকে own করতে হবে। প্রয়োজনের সময় সতর্ক থাকতে হবে। তিনি সবাইকে বলেন যে, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করলেই এসএফসিএল পরিদর্শন করতে আসা সার্থক হবে।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, এসএফসিএল-এর পাশে যে খালি জায়গাটি আছে তা পাওয়ার জন্য দ্রুত টেন্ডার ডকুমেন্ট মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হবে। সরকারি চাকুরি বিধিতে পুরস্কার প্রদানের বিধান থাকলেও সবাই পুরস্কার পায় না। যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে চায় তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। জেনারেল ম্যানেজার (ম্যানেজমেন্ট) বলেন যে, এসএফসিএল-এর সার্বিক উন্নয়নের জন্য সবার অঙ্গীকার করা দরকার। সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা বাস্তবায়ন করলে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে বলে তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন।

০৪। এর সচিব মহোদয়ের নির্দেশনাঃ

১। কারখানার যে কোন সমস্যা ও তার সমাধানের বিষয়টি পরস্পরের মাঝে শেয়ার করতে হবে এবং নিজেদের সমস্যা নিজেদের সমাধান করতে হবে।

২। কারখানার যন্ত্রপাতি কেনার জন্য যথাযথ বাজেট করতে হবে। প্রয়োজনীয় স্পেয়ার পার্টস ক্রয় করতে হবে। দ্রুত ইনভেন্টরী প্রস্তুত করা, উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে দক্ষ হতে হবে।

৩। কারখানার সাকসেসন প্ল্যান করতে হবে এবং জুনিয়রকে শিখিয়ে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে।

৪। কারখানার কর্মকর্তা ও শ্রমিক নেতাদেরকে শ্রম আইন, রিক্রুটমেন্ট আইন,শ্রম আইন, অগ্নি নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ইত্যাদি জানতে হবে এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজ আইএপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৫। কর্মীদেরকে 'অন দ্যা জব ট্রেইনিং' দিতে হবে এবং প্রতিনিয়ত বোর্ড সভার আয়োজন করে সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হবে।

৬। অডিট আপত্তি বন্ধ করতে বা কমাতে হবে, আর্থিক/অনার্থিক বিষয়ক সবকিছুই নিয়ম-কানুন অনুযায়ী করতে হবে। ইন্টারনাল মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

৭। একান্ত অপরিহার্য না হলে অধিকাল ভাতা প্রদান পরিহার করতে হবে। অধিকাল ভাতা লেবার ল' অনুযায়ী প্রদান করতে হবে। সকল প্রকার খরচ কমিয়ে আনতে হবে।

৮। সারের পরিবহন সমস্যা সমাধানের জন্য রেলওয়ের ব্যবহার বাড়াতে হবে এবং এটিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে আইএপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ বিষয়ে একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দিতে হবে।

৯। এসডিজি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে পরিবেশ বান্ধব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে। থ্রি আর (রিডিউস, রিইউজ এ্যান্ড রিসাইকল) পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে এবং উৎপাদন উপকরণের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

১০। যমুনা সার কারখানা স্কুল কলেজসহ যে সকল বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত শিক্ষক রয়েছে সেখান থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক এখানে অবিলম্বে পদায়ন করতে হবে। বিসিআইসির আওতাধীন সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য মুজিব বর্ষে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক স্বল্পতা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১১। কম্পিউটার ল্যাব ও সাইন্স ল্যাবে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

১২। শিক্ষকদের গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটাতে হবে এবং শিক্ষকদেরকে আইএপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৩। কোন শিক্ষক নিজ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রাইভেট কোচিং করাতে পারবেন না। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এক্সট্রা কারিকুলার এক্টিভিটিজের আওতায় স্কাউট, গার্লস গাইড, ডিবেট ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।

১৪। টিআইসি, ফিমা, বিআইএম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে আর্থিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। প্রযুক্তির পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

১৫। এক্সপার্ট টিম গঠন করতে হবে এবং বাস্তবতার ভিত্তিতে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রডাক্ট ডাইভারসিফিকেশন করতে হবে।

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন ও তদারকির জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করে গৃহীত কার্যক্রম শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
১৬.০২.২০২০
দীপঙ্কর রায়
সচিবের একান্ত সচিব
(সিনিয়র সহকারী সচিব)
শিল্প মন্ত্রণালয়
ফোন নম্বর: +০৮০২৯৬৫৩৫৮২
ই-মেইলঃ ps2secy@moind.gov.bd

নম্বর: ৩৬.০০.০০০০.০২১.১৬.০০৩.১৮- ৬৭৪/১০

তারিখঃ ০৩ ফাল্গুন ১৪২৬ / ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বিতরণ, সদয় অবগতি ও কার্যার্থে: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১) অতিরিক্ত সচিব (স্বস ও আস) শিল্প মন্ত্রণালয় (সচিবের নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য চেয়ারম্যান, বিসিআইসিকে পত্র দেয়ার জন্য অনুরোধসহ)
২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, ঢাকা
৩) পরিচালক (সকল), বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, ঢাকা
৪) জেলা প্রশাসক, সিলেট
৫) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৬) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৭) উপসচিব (বিসিআইসি), শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৮) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,শাহজালাল সার কারখানা লিমিটেড, সিলেট
৯) সিস্টেম এনালিস্ট, শিল্প মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)
১০) অফিস কপি।

১৬/০২/২০

সচিবের একান্ত সচিব
(সিনিয়র সহকারী সচিব)
শিল্প মন্ত্রণালয়